যথার্থতার শ্রেণীবিভাগ

TYPES OF VALIDITY

OPERATIONAL VALIDITY

প্রত্যেকটি অভীক্ষা পদকে বিশ্লেষণ করে দেখা হয় যে সেই অভীক্ষা পদটি ঐ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যটি পরিমাপ করতে পারছে কী না। অর্থাৎ ঐ পদটি বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী সেটাই দেখা হয়। সেই জন্য এই পদ্ধতি নির্ণীত যথার্থতাকে বলা হয় Operational Validity ।

FACE VALIDITY

এই পদ্ধতিতে দেখা হয় যে উদ্দেশ্য নিয়ে অভীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে সেটা পূরণ করা যাচ্ছে কী না। এটা বাহ্যিক ভাবে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারাই বোঝার চেষ্টা করা হয়। তাই একে বাহ্যিক যথার্থতা বলা হয়।

CONTENT VALIDITY

অভীক্ষাটি বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং পাঠদানের উদ্দেশ্য সঠিক ভাবে পরিমাপ করতে পারছে কী না সেটা বিচার করে যে যথার্থতা নির্ণয় করা হয় সেটাই Content Validity । একে যৌক্তিক যথার্থতাও বলা হয়ে থাকে । এই যথার্থতা মূলত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement Test) তৈরির ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহৃত হয়।

CONSTRUCT VALIDITY

মূলত বিভিন্ন মণোবৈজ্ঞাণীক সংগঠন বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপের ক্ষেত্রে যে যথার্থতা নির্ণয় করা হয় সেটাই সংগঠনমূলক যথার্থতা। এই যথার্থতা বিভিন্ন মণোবৈজ্ঞাণীক অভীক্ষার (Psychological Test) ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।

PREDICTIVE VALIDITY

একটি অভীক্ষা বা অভীক্ষাপদ ব্যক্তির পারদর্শিতা বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতটা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারবে সেটা জানতে আমরা ভবিষ্যৎবাণীমূলক যথার্থতা নির্ণয় করবো। সাধারণত প্রবণতার অভীক্ষার ক্ষেত্রে এই যথার্থতা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

CONCURRENT VALIDITY

কোন একটি নির্ণায়ক অভীক্ষার ভিত্তিতে এই প্রকার যথার্থতা নির্ণয় করা হয়। একে সহাবস্তান মূলক যথার্থতা বলা হয় ।